ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৯১

ছৈলেংটা, ১৩ এপ্রিল,২০২৫

জাতি জনজাতির ঐক্যের মাধ্যমে রাজ্যকে উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের প্রধান লক্ষ্য : মুখ্যমন্ত্রী

জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। এছাড়াও সরকার জনজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকেও বাঁচিয়ে রাখতে যথেষ্ট আন্তরিক। জাতি জনজাতির ঐক্যের মাধ্যমে রাজ্যকে উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। আজ লংতরাইভ্যালি মহকুমার ছাওমনুতে চাকমা জনজাতি সম্প্রদায়ের ৫ দিনব্যাপী ৫১তম রাজ্যভিত্তিক বিজু মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। উল্লেখ্য, মেলা চলবে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের ১৯টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা জনগোষ্ঠী অন্যতম। এই জনগোষ্ঠীর নিজস্ব লিপি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে আগামীদিনে চাকমা ভাষার প্রচার ও প্রসারে আরও বিবিধ পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ বিজু মেলা উপলক্ষ্যে দেশের চাকমা সম্প্রদায়ের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থায়নে কৃষি, বাগিচা, পশুপালন, মৎস্যচাষের মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে যোগাযোগ, অর্থনৈতিক ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রায় ১,৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই একটি ১০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ মঞ্জুর করেছে। যার মধ্যে ৮০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। প্রধানমন্ত্রী আদি আদর্শ গ্রাম যোজনার অধীনে ৩৭৫টি জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামের উন্নয়নে গ্রাম প্রতি ২০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

২-এর পাতায়

ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানে রাজ্যের ৫২টি ব্লকের জনজাতি অধ্যুষিত ৩৯২টি গ্রামে মৌলিক সুযোগ সুবিধা বিস্তারে কাজ করা হচ্ছে। টি.টি.এ.এ.ডি.সি.-র নামকরণ তিপ্রা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল এবং এর আসন সংখ্যা ২৮ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে আরও বলেন, বিগত সরকারের আমলে রাজ্যের মহারাজাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু দেওয়া হয়নি। বর্তমান সরকার আগরতলা বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর করেছে। মহারাজা বীরবিক্রমের জন্মদিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। গড়িয়া পূজার ছুটি বাড়ানো হয়েছে। তাছাড়াও জনজাতি যুব সম্প্রদায়ের কল্যাণে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যোগ্য জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড ও স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের তিনটি সরকারি মহাবিদ্যালয়ে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২১টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপনের মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নবম বা তদুর্ধ্ব শ্রেণিতে পাঠরত জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মেধা পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকলে যে কোনও রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বদান্যতায় আজ ত্রিপুরা রাজ্য সন্ত্রাসবাদ মুক্ত রাজ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন রাজ্যের সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতি, জনজাতির মানুষ একত্রিত হয়ে এই রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করবেন এবং রাজ্যকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে ব্রতী হবেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চাকমা সামাজিক রাজ্য পরিষদের রাজ্য কারবারি দেবযান চাকমা, বিজু মেলা উন্নয়ন কমিটির সভাপতি সুজয় কুমার চাকমা, ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু বাহিদ এ, পুলিশ সুপার মিহিরলাল দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, মহকুমা শাসক উত্তম কুমার ভৌমিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ৫১তম বিজু মেলা আয়োজক কমিটির সভাপতি পদ্মরঞ্জন চাকমা।

*****